Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৩ জুলাই, ২০২১

৪৪ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১২ জুলাই, ২০২১, সোমবার, ২৭ আষাঢ়, ১৪২৮

জননেতা জ্যোতি বসুকে স্মরণ জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৮ জুলাই : প্রয়াত জ্যোতি বসুর ১০৮তম জন্ম দিবস পালিত হয়। সিআই(এম) বর্ধমান-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দপ্তরেই এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে জন্মদিন পালিত হয়। সিপিআই(এম)-র পূর্বস্থলী এরিয়া কমিটির কালেখাতলা-১ শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। ফলেয়া রেলবাজার অনুষ্ঠিত রক্তদান শিবিরে ২ জন মহিলা সহ ৩০ জন যুবক-যুবতী স্বেচ্ছায় রক্তদান করে। এই অনুষ্ঠানে প্রদীপ কুমার সাহা, রণজিৎ মাহাতো, বিনকাসিম সেখ, বীরেশ্বর নন্দী, কার্তিক দাস প্রমুখরা দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত থেকে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন।

ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের নাদনঘাট-বগপুর শাখার উদ্যোগে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন, প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাকি গ্রামের অনুষ্ঠানে জ্যোতিবাবুর স্মৃতিচারণা করেন ছাত্রনেতা রনি কোলে, কৌশিক সরকার, কিংশুক তা প্রমুখ।

জননেতা স্মরণে বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক আলোচনা, রক্তদান, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। সারা রাজ্যের মতো এদিন জননেতাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় সিপিআই(এম) মেমারি-১ পশ্চিম এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে মেমারি বামুনপাড়া মোড় চত্বরে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পার্টি নেতা প্রশান্ত কুমার, বক্তব্য রাখেন সনৎ ব্যানার্জী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সন্ধ্যা ভট্টাচার্য, পিযুষ বিশ্বাস, অশোক যশ প্রমুখ।

‘স্বাস্থ্য ও মানুষ’ স্মরণ করল প্রয়াত সুনীল সাঁই ও খোকন বাগ-কে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ জুলাই : ‘স্বাস্থ্য ও মানুষ’ পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর প্রয়াত দুই সদস্য অধ্যাপক সুনীল কুমার সাঁই ও অধ্যাপক খোকন কুমার বাগ-এর স্মরণসভা আজ সেবা সমিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পত্রিকার প্রকাশক ধীরেন্দ্রনাথ সুর। প্রয়াত দুই ব্যক্তিকে স্মরণ করে বক্তব্য রাখেন শিবশঙ্কর সেবা সমিতি ট্রাস্ট বোর্ডের সহ-সভাপতি অরিন্দম কোঙার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ও পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ড. অরবিন্দ দাশ, ডাঃ জ্ঞানদেব মুখার্জী, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের জেলার কার্যকরী সভাপতি চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুকৃতি ঘোষাল, প্রয়াত অধ্যাপক সুনীল সাঁই-এর কনিষ্ঠ পুত্র ড. সৌগত সাঁই, খোকন বাগের ছাত্রী ড. অদ্রিজা চৌধুরী প্রমুখ। সভার শুরুতে প্রয়াত দুই গুণীজনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। এদিন ‘স্বাস্থ্য ও মানুষ’ পত্রিকার পরিবেশ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অরিন্দম কোঙার।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলাজুড়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ জুলাই : অর্ডিন্যান্স জারি করে প্রতিরক্ষা দপ্তরে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ও বেসরকারিকরণ সহ পেট্রোপণ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সি.আই.টি.ইউ বর্ধমান শহর-১ ও ২ সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে বি.এস.এন.এল দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।

পূর্বস্থলীর সারা ভারত কৃষক সভার নশরতপুর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে বিক্ষোভ সভায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, ঔষধের কালোবাজারি, করোনার ঔষধ ও টিকায় জিএসটি প্রয়োগের প্রতিবাদ করা হয়। পাশাপাশি ভ্যাকসিন কাণ্ডে জড়িত দেবাঞ্জন দেব সহ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি, অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, আয়করের আওতায় না থাকা মানুষকে ৭৫০০ টাকা অনুদান, মাথাপিছু প্রত্যেককে রেশনে দশ কেজি খাদ্যশস্য প্রদান এবং বিনামূল্যে সার্বিক টিকাকরণের দাবি জানানো হয়। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন কৃষক নেতা রতন দাস।

গলসী বাজারে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবি ও ফাদার স্ট্যান স্বামীকে হেফাজতে থাকাকালীন রাষ্ট্রের হত্যার প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন শিশির কেশ, শুভম মুখার্জি, অমিতাভ মণ্ডল ও কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। সভাপতিত্ব করেন নাড়ুগোপাল যশ। সারাভারত কৃষকসভা গলসী-১নং ব্লক কমিটির উদ্যোগে বুদবুদ ব্লক অফিসের সামনেও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন হারাধন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন কমল সরকার, দেলোয়ার হোসেন মণ্ডল, সমীর চ্যাটার্জী প্রমুখ।

গুসকরার শান্তিপুর ব্যাঙ্ক বাজারের সামনেও বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। আউশগ্রামে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষকরা এসে করোনাবিধি মেনে সমবেত হন। বক্তব্য রাখেন রবীন টুডু, রাজেন ধীবর, আলমগীর মণ্ডল প্রমুখ।

মন্তেশ্বর বিডিও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ করেন কৃষকরা। সারা ভারত কৃষক সভার মন্তেশ্বর ব্লক কমিটির উদ্যোগে এই বিক্ষোভ চলে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ‘কৃষিক্ষেত্র বাঁচাও’ স্লোগানকে সামনে রেখে তারা সার, বিদ্যুৎ, ডিজেল, পেট্রোল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কমানোর দাবি তোলেন। পাশাপাশি ভীমা কোরেগাও মামলায় এন আই এর হাতে আটক প্রবীণ স্ট্যান স্বামীর মৃত্যুর প্রতিবাদে কৃষকরা এদিন সরব হন। এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন মন্তেশ্বর ব্লক কৃষক সভার সম্পাদক হামিদ সেখ, ধনঞ্জয় সামন্ত, ওসমান গনি প্রমুখ।

বন্দী দশায় স্ট্যান স্বামীর হত্যার প্রতিবাদ সর্বত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ জুলাই : মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ও বর্ষীয়ান নেতা স্ট্যান স্বামী মিথ্যা মামলায় বন্দীদশায় খুন হলেন রাষ্ট্রের নিপীড়নে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিবাদে ও খুনীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে জোরদার প্রতিবাদ জানিয়েছে গোটা দেশবাসী। বর্ধমান জেলাতেও বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ৬ জুলাই সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি ঘটনার নিন্দা করেছে ও বিভিন্ন জায়গায় ধিক্কার জানিয়ে প্রতিবাদ সভা করেছে।

রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৬ জুলাই : সিপিআই(এম) বর্ধমান শহর-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে করোনাকালে মুমূর্ষু রোগীদের জন্য একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৬জন মহিলা সহ ৫০ জন রক্তদান করেন। শিবিরটি দলের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। রক্ত সংগ্রহ করে রশ্মি ব্লাড সেন্টার।

গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন ডাঃ কাফিল খান

কিশোর মাকর : গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে পৌঁছে দিচ্ছেন উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত এক্টিভিস্ট, সমাজসেবী ডাঃ কাফিল খান। উল্লেখ্য তাঁকে যোগী সরকার মিথ্যা অভিযোগে দীর্ঘ ৯ মাস জেল খাটিয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি সারা দেশে বিনা পয়সায় চিকিৎসা দিয়ে চলেছেন। তিনি নিজে শিশু চিকিৎসক। তাই তিনি গ্রামে গ্রামে শিশুদের স্বাস্থ্য রক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন। ৫ জুলাই এমনই এক স্বাস্থ্য পরিষেবা শিবির অনুষ্ঠিত হয় ক্ষেতিয়া গ্রামে। ‘প্রয়াস’ ও ‘কোয়েস্ট ফর লাইফ’ সংগঠনের উদ্যোগে এই স্বাস্থ্য শিবির হয়। এখানে প্রায় ৫০০ মানুষ চিকিৎসা পরিষেবা পান। মেডিক্যাল কলেজ থেকে মেডিসিন, চোখ সহ বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসক এসে এখানে পরিষেবা দেন। মাস্ক, ও ঔষধ সরবরাহ করা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। এলাকার মানুষ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। ডাঃ কাফিল প্রশ্নোত্তরে জানান সরকার স্বাস্থ্যকে পণ্য বানিয়েছে। ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী স্বাস্থ্য একটি প্রাথমিক অধিকার। এই অধিকারের প্রশ্নে আমার লড়াই জারি থাকবে। স্বাধীনতার পর আজ পর্যন্ত ৫ কিমির মধ্যে এখনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। সকলের জন্য স্বাস্থ্য আজও অবহেলিত। আর এক প্রশ্নোত্তরে জানান ইউএপিএ কালা আইন সব রাজ্য সরকার প্রয়োগ করেছেন। এই কালা কানুনকে প্রত্যাহারের জন্য মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। মোদি-যোগীরা চাইছেন মানুষকে ভাগ করতে।

দেনার দায়ে আত্মঘাতী কৃষক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ জুলাই : আবারও দেনার দায়ে আত্মঘাতী কৃষক ভাতার থানার বসুদা গ্রামের তাপস ভট্টাচার্য (৫৭)। পরপর তিন বছর লোকসান বাড়তে বাড়তে দেনার ফাঁদে জড়িয়ে পরেন তাপসবাবু। ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে গত ৯ জুলাই কীটনাশক খেয়ে তিনি আত্মঘাতী হন।

মৃতের ভাই প্রসাদ ভট্টাচার্য জানান দাদার দুই ছেলের লকডাউনে কাজ চলে যায়। নিজের ১০ বিঘা জমি আছে। ভাগে চাষ করতেন আরও ২০ বিঘা। গত বোরোচাষে ৭০০ টাকা বস্তা ধান বিক্রি করে লোকসানে পড়ে যান। গত দু’বছর ধানে লোকসান। এবার খরিফ মরশুমে চাষ করার জন্য কেউ ধার দিচ্ছেন না। বড় সংসারে উপার্জন সব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেনা বাড়তে থাকে। পাওনাদারদের চাপে শেষ পর্যন্ত কীটনাশক খেয়ে নেন।

প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ তিনি। সত্যি ঘটনাকে আড়াল করতে চাইছে প্রশাসন। ঘটনার কিনারা করতে বর্ধমান থানায় মামলা রুজু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঋণের কারণেই আত্মঘাতী বলে মনে করছেন পুলিশ। অন্যদিকে কৃষি প্রশাসন বিষয়টিকে আড়াল করতে চাইছে।

কিমস্ হাসপাতালে জটিল অস্ত্রোপচার, সুস্থ কিশোরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ জুলাই : বর্ধমান শহরের কল্যাণী ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সেস (কিমস্) হাসপাতালে সফল স্কোলিওসিস সার্জারি হল চোদ্দ বছরের এক কিশোরীর। মেমারি থানার দুর্গাপুরের খেতমজুর পরিবারের বাসুদেব মালিক ও সিদ্ধেশ্বরী মালিকের বড় মেয়ে লক্ষ্মী মালিক চার বছর বয়স থেকে স্কোলিওসিস বা মেরুদণ্ডের বক্রতায় আক্রান্ত। রোগের কারণে লক্ষ্মীর ডান কাঁধ নিচের দিকে ঝুঁকে থাকত। বিভিন্ন জায়গায় চিকিৎসা করিয়েও লাভ হয়নি। গ্রামের এক চিকিৎসা শিবিরে শল্য চিকিৎসক সৈকত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁদের। ডা. সৈকত সরকার শহরের কিমস্ হাসপাতালে আসার পরামর্শ দেন। বিভিন্ন চিকিৎসা ও পরীক্ষার পর লক্ষ্মীর অস্ত্রোপচার হয়। এখন সে সম্পূর্ণ সুস্থ, আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে হাসপাতালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডা. দেবব্রত

ব্যানার্জী জানান। স্কোলিওসিস সার্জেন ডা. সৈকত সরকার, অ্যানাস্থেশিয়া বিভাগের প্রধান ডা. অদিতি ব্যানার্জী উপস্থিত ছিলেন। হাসপাতালের পুরো টিম প্রায় চার ঘন্টার চেষ্টায় অস্ত্রোপচার করেছেন। বাইরে এই অস্ত্রোপচার করাতে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হতো। কিন্তু স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে পরিষেবা দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনা রাজ্যে প্রথম বলে দাবি করেন ডা. নাসিমা খোন্দকার। বাসুদেব মালিক জানান, চিকিৎসা করিয়ে মেয়ে সুস্থ আছে। কোনো টাকা লাগেনি। তিনি ডাক্তারবাবুদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০২১

‘নতুন চিঠি’-র শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। এবারে লেখা ই-মেল-এ পাঠাতে হবে। লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, ২০২১। লেখা পাঠানোর Mail Id : sharadiyanc@gmail.com

নতুন চিঠি

১২ জুলাই, ২০২১

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

মানুষকে এবং বিভিন্ন সংগঠনকে আজ ন্যায় বিচারের জন্য বারবার আদালতে ছুটতে হচ্ছে। প্রশাসন ঠিকভাবে কাজ করলে আদালতকে সক্রিয় হতে হয় না। বর্তমান সময়ে আদালতের কিঞ্চিৎ সক্রিয়তা সত্ত্বেও 'দি লিফলেট' বিচারব্যবস্থাকে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু কেন? ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, বিচারকরা শক্ত হলে দুঃশাসকরা পার পায় না। সাম্প্রতিক অতীতে পশ্চিমবঙ্গে স্কুল শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছ তালিকা প্রকাশ বিষয়ে রায়, কোভিড টীকাকরণ দায়িত্ব কেন্দ্র যখন নিজের কাঁধ থেকে নামাতে চাইছিল তখন সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য ও তৎপরতা, বা হাথরসে গণধর্ষিতা দলিত যুবতীর মৃত্যু বিষয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দান, বিচার বিভাগের ক্ষমতার প্রমাণ।

দুখের বিষয়, এই সক্রিয়তা, এই সুবিবেচনা, এই নিরপেক্ষতা, যা বিচারবিভাগের মুখই উজ্জ্বল করে, নিতান্তই বিরল। রাজনৈতিক নেতারা বিচার বিভাগের ওপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছে আর মাননীয় বিচারপতিরা, যাঁদের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রয়েছে, তাঁদের অনেকেই সেই চাপের সামনে কুঁকড়ে যাচ্ছেন। নন্দীগ্রাম মামলায় মুখ্যমন্ত্রী একজন বিচারপতির ওপর অনাস্থাজ্ঞাপন করায় তিনি মামলা ছেড়ে দিলেন, নিরপেক্ষ বিচারের চ্যালেঞ্জ নিলেন না। মোদী জমানায় বিচারপতিদের ওপর রাজনৈতিক চাপ নোংরামির সব সীমা ছাড়িয়েছে। গোপাল সুব্রমানিয়ামকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, আকিল কুরেশিকে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হতে দেওয়া হয়নি। তাঁদের অপরাধ সোরাবুদ্দিন মামলায়, যে মামলায় স্বয়ং অমিত শাহ অভিযুক্ত হয়েছেন, যথাযথ চলায় তারা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিলেন। একইভাবে ইসরাত জাহান কেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিচারক জয়ন্ত পাতিল প্রাপ্য মর্যাদা যাতে না পেতে পারেন তা সুনিশ্চিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু চাপ নয়, আছে প্রলোভনও। কাউকে কাউকে বিচারক হিসেবে অবসর নেওয়ার অব্যবহিত পরেই আইনসভার পদ তোফা হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। এটা যে বিনিময় শর্তে পূর্বনির্দ্ধারিত ছিল, শিশুরাও বুঝবে।

কিন্তু সবচেয়ে যেটা ক্ষতিকর তা হল, মানুষের অধিকার যখন শাসকের প্রত্যক্ষ মদতে পদে পদে লঙ্ঘিত হচ্ছে তখনও মহামান্য ন্যায়াধীশরা নিশ্চুপ থাকছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ, অসুস্থ সমাজকর্মী স্ট্যান স্বামী মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘদিন বন্দী হয়ে রইলেন, মারা গেলেন—জামিন পেলেন না। কিন্তু নীতিহীন পক্ষপাতদুষ্ট বিজেপিঘনিষ্ঠ সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামী একাধিক মামলায় এমন অবলীলায় জামিন পেলেন যে শুধু বিচারকদের নিরপেক্ষতা নয়, তাঁদের বিবেচনাশক্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠে গেল। এই প্রশ্ন তুলেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্তভূষণ, যিনি মোদী জমানায় অঘোষিত জরুরি অবস্থায় গণতন্ত্রের অবক্ষয় দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। একজন প্রবীণ আইনজীবীর এই উদ্বেগের কারণ যথাযথভাবে অনুসন্ধান না করে আদালত তাঁর ওপরই শাস্তির নির্দেশ দিয়েছে। ইউ.এ.পি.এ-র মতো কদর্য আইন যা মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার ইত্যাদি মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী, তা বাতিল না হলেও তার অপপ্রয়োগ যাতে না হয়, আদালতকে তা দেখতেই হবে। তা না হলে স্ট্যান স্বামীর মতো মানুষের জন্য কাজ করা ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতেই থাকবেন। গণতন্ত্রের পক্ষে সেটা মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অজিত প্রকাশ শাহ যথার্থই বলেছেন, বিচারবিভাগ যদি সংবেদনশীল না হয়, এসব আটকাতে না পারে, গণতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রার জন্য ভবিষ্যত প্রজন্ম তাকেই দায়ী করবে : 'Posterity will blame the Judiciary for the incarceration and unfortunate death of Fr Swami and the continued imprisonment of so many others like him.'

আর্থিক বেনিয়ম বিতর্কে মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ জুলাই : ফের বিতর্কের মুখে বর্ধমান জেলার নামী স্কুল বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল বয়েজ স্কুলের পরিচালন কর্তৃপক্ষ। ৯ জুলাই স্কুলের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিভাগের একাধিক শিক্ষক জেলাশাসকের কাছে স্কুলের অর্থনৈতিক দুর্নীতি বিষয় নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানালেন। এই ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্কুলের ওই শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, 'ওয়েবেল'-এর নামে সরাসরি বিল ছাপিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কম্পিউটার শিক্ষার নামে অভিভাবকদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ আদায় করা হচ্ছে কিন্তু তার কোনো যথাযথ হিসাব তাঁরা জানতে পারছেন না।

এই শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন যে, ২০১২ সালে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান এই স্কুল কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ওয়েবেলের সঙ্গে চুক্তি করেছে এবং তারাই এই প্রকল্প চালাবে। যদিও এই অভিযোগকারী শিক্ষকদের অভিযোগ, সেই চুক্তিপত্র এখনও প্রকাশ্যে আনা হয়নি। শিক্ষকদের অভিযোগ, বিদ্যালয় ওয়েবেলের নামে বিল ছাপিয়ে যে অর্থ সংগ্রহ করে চলেছে সেখানে স্কুলের কোনো নাম নেই। এমনকি যে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের নিয়োগপত্র ও বেতন নিয়েও ধোঁয়াশা আছে।

শিক্ষকদের দাবি, স্কুলে প্রায় ২০০০ ছাত্র রয়েছে। তাদের কাছ থেকে গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ৬৫০ টাকা করে আদায় করা হয়। বিপুল পরিমাণ এই অর্থ ব্যাঙ্ক ড্রাফটের মাধ্যমে ওয়েবেল সংস্থাকে দেওয়া হয় বলা হচ্ছে। আদপেই তা হচ্ছে কিনা, বা এব্যাপারে কোনো অনৈতিক বিষয় ঘটছে কিনা সে ব্যাপারে জেলাশাসকের কাছে তাঁরা তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বাজার ও দরিদ্র মানুষ : পরস্পরের শত্রু না সহায়ক শক্তি?

শান্তনুকুমার ঘোষ

পঞ্চম পর্ব

পূর্ববর্তী পর্বে জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে এই সমস্যার প্রভাব সম্পর্কে হয়তো অনেকটাই আমাদের অজানা। তবে সুখের কথা এই যে, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের নিরন্তর প্রয়াস এই সমস্যার প্রকৃত রূপটিকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে বহুলাংশে সফল। সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করাই হল বর্তমান পর্বের উদ্দেশ্য।

১৭৭৬ সালে প্রকাশিত 'The Wealth of Nation' বইটিতে এডাম স্মিথ দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পাঠককুলের সামনে রাখেন। প্রথমটি হল 'মূল্যের প্রকৃতি' (Nature of Value) কেমন?

আর দ্বিতীয়টি হল 'প্রকৃতির মূল্য' (Value Nature) সম্পর্কিত। প্রায় ২৫০ বছর আগে এই বই লেখার সময় ভূমির অভাব ছিল না, শিল্পোৎপাদনে শক্তির ব্যবহার ছিল কম; সেসময় অভাব ছিল আর্থিক মূলধনের। সম্ভবত সেই কারণেই উন্নয়নের আলোচনায় মূলধনের এই একটি ধারণাই বিশেষভাবে চর্চিত হতো। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের আলোচনায় আর্থিক মূলধনের সঙ্গে যুক্ত করা হয় মানবিক, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক মূলধনকেও। অর্থাৎ এডাম স্মিথ উত্থাপিত দুটি প্রশ্নেরই যুগপৎ অনুশীলন উৎপাদন ও বন্টনের মাধ্যমে মূল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণের জন্য জরুরি। এই পরিবর্তিত বিশ্লেষণের কেন্দ্রে অবস্থিত নতুন একটি ধারণা যা সাম্প্রতিক কালে 'স্থিতিশীল উন্নয়ন' (sustainable development) নামে বহুল পরিচিতি লাভ করেছে। একথা সকলেরই জানা যে, 'জলবায়ু পরিবর্তন' এই সংক্রান্ত আলোচনার অন্যতম প্রধান বিষয়।

২০০৬ সালের ৩০ অক্টোবর। ইংরেজ সরকারের পক্ষে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ নিকোলাস স্টারনের নেতৃত্বে প্রস্তুত করা একটি বিখ্যাত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ওইদিন। 'বিশ্ব অর্থনীতিতে উষ্ণায়নের প্রভাব' সম্পর্কিত এই প্রতিবেদনটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ফলস্বরূপ, পরের বছর ২০০৭ সালের মার্চ মাসে জি-৮ ভুক্ত উন্নত দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় ব্রাজিল, চিন, ভারত, রাশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা সম্মিলিতভাবে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকাশিত হয় 'Guide to Corporate Ecosystem Valuation' নামে একটি প্রতিবেদন এবং প্রাকৃতিক মূলধনের ঝুঁকি সম্পর্কিত অন্য একটি প্রতিবেদন।

উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত সমস্ত উপাদানের জন্য যেমন ব্যয় করতে হয়, তেমনই প্রকৃতিকে ব্যবহারের জন্যও ব্যয়ের সংস্থান রাখা জরুরি। কিন্তু প্রচলিত হিসাব পদ্ধতি অনুসারে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং দূষণ সৃষ্টির জন্য সাধারণভাবে কোনো সম্ভাব্য (বিমূর্ত) ব্যয়কে নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা নেই। এই সমস্যাটিকে সামনে রেখে উপরিউক্ত প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়। এই প্রতিবেদন অনুসারে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি সহ সংশ্লিষ্ট মোট ১০০টি ঝুঁকির বার্ষিক মূল্য ৪.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (UNEP FI-এর হিসাব অনুসারে ৬.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের মোট জিডিপি-র ১১ শতাংশ)। ২০৫০ সাল নাগাদ এই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে বার্ষিক ২৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিশ্বের মোট জিডিপি-র ১৮ শতাংশের সমতুল বলে অনুমান করা হয়)। এই ক্ষতির অধিকাংশেরই উৎপত্তিস্থল হল উন্নয়নশীল দেশ, যদিও তার সুফলের ভাগীদার হল সমগ্র বিশ্ব। স্বভাবতই এই ঝুঁকির দায়ও সমগ্র বিশ্বের। কেমন সেই দায়? হিসাবের পদ্ধতিটি হল নিম্নরূপ।

এই প্রতিবেদনে মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দরুন প্রকৃতির উপর প্রভাবেক বিশ্লেষণ করা হয় ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে—জমির ব্যবহার, জলের ব্যবহার, গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ, বায়ু দূষণ, ভূমি ও জলের দূষণ এবং বর্জ্য পদার্থ। বিভিন্ন উৎপাদন কাজের সঙ্গে প্রযোজ্য এই ছয়টি দফার ব্যয় নির্ধারণ করার পর তাদেরকে তুলনা করা হয় প্রতিটি উৎপাদন ক্ষেত্রের উপার্জিত মোট বিক্রয় মূল্যের সঙ্গে। এইভাবে নির্ধারিত ব্যয় ও আয়ের অনুপাতকে প্রভাব অনুপাত (Impact Ratio) বলা হয়। বলা বাহুল্য, ব্যয় অপেক্ষা আয় কম হলে অনুপাত হলে ১-এর বেশি; অন্যথায় ১-এর কম। মোট ৫৩২টি উৎপাদন ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে এই প্রতিবেদনটি যে হিসাব বিশ্ববাসীর সামনে হাজির করে তাতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে বিশ্ব উৎপাদন ব্যবস্থা মূলত বিপুল ক্ষতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কেমন সেই ক্ষতি? উপরের সারণী থেকে তার কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

উপরের সারণী থেকে একথা স্পষ্ট যে উৎপাদনের জন্য অন্য সমস্ত খরচ বাদ দেবার আগেই শুধুমাত্র প্রাকৃতিক ব্যয়কে হিসাবভুক্ত করলে প্রথমে চারটি ক্ষেত্রের লোকসানের পরিমাণ হয় ১.১ গুণ থেকে ৭.১ গুণ। অন্যান্য খরচের কথা হিসাবে আনলে, পঞ্চম ক্ষেত্রেও লাভের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এমতাবস্থায়, একথা বলাই বাহুল্য যে সমগ্র বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থা কার্যত অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টির পরিবর্তে মূল্য নিঃশেষকরণ প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হয়েছে।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই যে, প্রভাব অনুপাতের নিরিখে এবং উপকরণ সংক্রান্ত ব্যয়ের হিসাব ছাড়াই, সমস্ত ধরনের কৃষিপণ্যের উৎপাদন / প্রাণীর প্রতিপালন সম্পূর্ণভাবে অলাভজনক। অতএব, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একদিকে কৃষি কিংবা শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বিরামহীনভাবে প্রকৃতিকে নিঃশেষ করে চলেছে, অন্যদিকে প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ হিসাবব্যবস্থা এই সমস্ত অলাভজনক ক্ষেত্রগুলিকে লাভজনক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক মূলধনের অপব্যবহার এবং বিরামহীনভাবে চলা পুঞ্জিভূত ক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী ফল হল জলবায়ুর পরিবর্তন ও তদ্‌জনিত নানান সমস্যার উদ্ভব হওয়া।

পূর্ববর্তী পর্বে আমরা দেখেছি যে, এই সমস্যা কীভাবে বিভিন্ন দেশ ও বিশেষত দরিদ্র মানুষকে বিপুল ক্ষতির সামনে ফেলেছে। ২০২১ সালের মার্চ মাসে ওইসিডি-র গবেষণাপত্র 'The Inequalities–Environment Nexus' থেকে দরিদ্র মানুষের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রকৃত প্রভাব সম্পর্কে জানা সম্ভব। স্থাবর সম্পত্তি ধ্বংস হওয়া ছাড়াও, চিহ্নিত সমস্যাগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল চরম আবহাওয়ার দরুন দরিদ্র মানুষের উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস, স্বাস্থ্যহানি, শিশু, মহিলা এবং বয়স্কদের নানাবিধ রোগাক্রান্ত হওয়া ও উচ্চহারে মৃত্যু ইত্যাদি। জলবায়ু পরিবর্তন যে আয় বৈষম্যকে বাড়িয়ে দেয় এবিষয়ে গবেষককুল দ্বিধাহীন। সুতরাং এহেন সমস্যার সমাধানে সমস্ত সমাজ সমবেতভাবে কাজ করবে এমনটাই আশা করা যেতে পারে। অন্যথায় কি হতে পারে?

২০১৫ সালে প্রকাশিত ওইসিডি-র আরেকটি লেখা 'The Economic Consequences of Climate Change' থেকে কৃষি ক্ষেত্রের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে এক ভয়াবহ ভবিষ্যৎ চিত্রের আভাস পাওয়া যায়। এই গবেষণাপত্রে করা ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত ধরনের শস্যের (যথা—ধান, গম, আখ, তুলা ও অন্যান্য দানা শস্য) উৎপাদন ২০৫০ সাল নাগাদ ১৫-৫০ শতাংশ হ্রাস পাবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও কম বেশি একই ঘটনা ঘধটার সম্ভাবনা। অর্থাৎ ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতবর্ষ তার নাগরিকদের খাদ্যের প্রয়োজন মেটাবার জন্য বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৩৫-৪০ শতাংশ কম ধান এবং গম পাবে। এই একই অবস্থা যদি বিশ্বের সমস্ত দেশেই দেখা যায় তবে ক্রমাগত বর্ধিত জনগোষ্ঠীকে খাওয়ানোর জন্য খাদ্যশস্য আসবে কোথা থেকে? তাই জলবায়ুজনিত সমস্যার সমাধানে ব্যবসায়ী সহ বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। পরবর্তী পর্বে এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করার ইচ্ছা রইলো।

ক্রমিক	উৎপাদন ক্ষেত্র	মোট প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুপাত (প্রাকৃতিক ব্যয় মোট বিক্রয় মূল্যের শতাংশ হিসাবে)
১	পশুপালন ও খামার	৭১০
২	গম চাষ	৪০০
৩	সিমেন্ট উৎপাদন	১২০
৪	বিদ্যুৎ উৎপাদন (কয়লা)	১১০
৫	আয়রণ ও স্টিল উৎপাদন	৬০

প্রসঙ্গ : ফ্রেড্‌রিখ এঙ্গেলস ও আধুনিক বিজ্ঞান

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

২৮ নভেম্বর ২০২০, ফ্রেড্‌রিখ এঙ্গেলসের জন্মের ২০০ বছর পূর্ণ হয়েছে। ঠিক দু' বছর আগে আমরা কার্ল মার্কসের দ্বিতীয় জন্ম-শতাব্দী গভীর উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করেছি। কোভিড-১৯ মহামারি-বিধ্বস্ত ২০২০ সালে, এঙ্গেলসের বেলায় তেমনটা আশা করা যায়নি। কিন্তু তাঁর জন্মের দ্বিশতাব্দী পালনের প্রস্তুতি পর্বেও তেমন উদ্দীপনা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। এটা ঠিক, মার্কসবাদের মূল আবিষ্কর্তা হলেন কার্ল মার্কস ও সেই জন্যই তাঁকে গত সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ মনীষী বলে স্বীকার করা হয়। কিন্তু, এই মতবাদকে এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ও নিশ্ছিদ্র (self-consistent and complete) রূপ দিতে এঙ্গেলস্‌ও যে এক অসামান্য ভূমিকা পালন করেন, সে কথা কেউ অস্বীকার করবে না। তাঁর নিজের অবদানের কথা বিচার করতে গিয়ে এঙ্গেলস লেখেন যে ওই মতবাদ আবিষ্কারের বেলায়, তাঁরও কিছু কৃতিত্ব আছে, কিন্তু ''আমার যেটুকু স্বকীয় অবদান আছে, সেটুকু মার্কস নিজেই করে যেতে পারতেন, কিন্তু মার্কস যা করে গিয়েছেন, তা আমার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না।''

১৮২০ সালের ২৮ নভেম্বর তারিখে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস রাইনলান্ড অঞ্চলের (বর্তমান জর্মনি, ১৮২২ সালে এই অঞ্চল প্রুশিয়া রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়) বারমেন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। সেই সময় জর্মনি ছিল শিল্পে অনুন্নত। কিছুটা আধুনিক শিল্প এই রাইনল্যান্ডেই, রাইন নদীর পূর্বতটে স্থাপিত হয়েছিল। এঙ্গেলসের পরিবার ছিল এক বস্ত্র শিল্পোদ্যোগের অংশীদার—পুঁজিপতি। এই শহর রাইন নদীর পূর্বতটে, আর উল্টোদিকে পশ্চিমতীর হল ফ্রান্সে। উল্লেখনীয়, কার্ল মার্কস-এরও এই রাইনল্যান্ডেই ট্রিয়ের শহরে ৫ মে ১৮১৮ তারিখে জন্ম হয়, অর্থাৎ এঙ্গেলসের জন্মের আড়াই বছর আগে।

এঙ্গেলসের পরিবার শুধু ধনীই ছিল, তাই নয়, ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকেও ছিল গোঁড়া, রক্ষণশীল। কিন্তু এই রাইনল্যান্ডেই শিল্প স্থাপনের দরুন একদিকে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে লাগল, তেমনি সন্নিকটস্থ ফ্রান্স থেকে গণতান্ত্রিক চিন্তারও প্রবেশ ঘটল। এই চিন্তাধারা যুব সম্প্রদায়কে খুবই প্রভাবিত করে। ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসেও এই চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন ও আলোচনা সভায় যোগ দিতে থাকেন। এঙ্গেলসের রাজভক্ত পরিবার এটাকে ভাল নজরে দেখল না। উঠতি বয়সী ছেলেকে এই অবাঞ্ছিত রাজতন্ত্রবিরোধী, গণতান্ত্রিক চিন্তা থেকে দূরে রাখতে তাঁরা ফ্রেডরিখ্‌কে ইংল্যান্ডের মাঞ্চেস্টারে, পারিবারিক কোম্পানি 'এরমেন ও এঙ্গেলস'-এর আপিসে পাঠিয়ে দিলেন, ব্যবসার কাজ শিখতে।

ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ইংল্যান্ডে এলেন ১৯৪২ সালে, ২২ বছর বয়সে। সারাদিন আপিসে বসে, ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ অনেক অধ্যাবসায়ের সঙ্গে খুঁটিয়ে তিনি শিখে ফেললেন। শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর কখনই কোনো গাফিলতি ছিল না, এক্ষেত্রেও কোনো ফাঁক ছিল না। এইভাবেই তিনি শিখে ফেললেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার উৎপাদন এবং ব্যবসা পদ্ধতির গোড়ার কথা, যা পরে মার্কসের গবেষণায় সহায়ক হয়, যা পরে মার্কস নানাভাবে সমৃদ্ধ করে নতুন জ্ঞানের দ্বার খুলে দেন, ও সেই জ্ঞান মানবসমাজকে নতুন আলোর সন্ধান দেয়।

এছাড়া এঙ্গেলস ছিলেন বহু ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন। ইউরোপ ও এশিয়ার ১৮টি ভাষায় তিনি দক্ষ ছিলেন, শেখেন একের পর এক। তাঁর অতিথিদের সঙ্গে তিনি ওই অতিথির মাতৃভাষাতেই কথা বলতেন। একবার মার্কসকে লেখা চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন যে তিনি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আরবি ও ফার্সি ভাষা রপ্ত করে নেবেন। তার বহু বছর পর, পারস্য থেকে এক অতিথি এলেন, এঙ্গেলসের সঙ্গে দেখা করতে। সবাই ভাবছেন, দেখি এঙ্গেলস এবার কি ভাষায় কথা বলেন। সবাইকে এমনকি নবাগত ওই ফার্সি ভাষাভাষী অতিথিকেও বিস্মিত করে এঙ্গেলস তাঁর সঙ্গে পরিষ্কার ফার্সি ভাষাতেই আলোচনা করলেন, যে ভাষায় এঙ্গেলসকে কথা বলতে, আগে কেউই শোনেনি।

ম্যাঞ্চেস্টারে, দুই বছর শিক্ষানবিশির সময় আপিসে বসে এঙ্গেলস অনেক পরিশ্রম করতেন বটে, তবে ছুটির পর যুবক এঙ্গেলসের জীবন ছিল অন্যরকম। তাঁর পরিচয় হয় মেরি ব্রাউন নামে আইরিশ এক যুবতীর সঙ্গে যিনি হয়ে ওঠেন এঙ্গেলসের জীবনসঙ্গীনী। এই মেরি ব্রাউন ছিলেন শ্রমিক পরিবারের মেয়ে ও তিনিই এঙ্গেলসকে নিয়ে যান শ্রমিক বস্তি, যা এঙ্গেলসের চোখ খুলে দেয়। এঙ্গেলস্‌ নিজেই লিখেছেন, ''আমি মধ্যবিত্তদের পোর্ট-ওয়াইন ও শ্যাম্পেন-যোগ্য সান্ধ্য পার্টি পরিহার করে চলতাম; আমার অবসর সময়ের পুরোটাই আমি শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে মেলামেশা করে কাটাতাম।''

১৮৪৪ সালের আগস্ট মাসে দেশে ফেরার পথে, প্যারিসে কার্ল মার্কসের সঙ্গে যখন এঙ্গেলসের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটল, এঙ্গেলস তাঁকে ইংল্যান্ড সম্পর্কে বিশ্লেষণ পড়ে শোনালেন। মার্কস শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, বললেন—এই লেখা শীঘ্রই ছাপাতে হবে। বারমেনে ফিরে এই খসড়াকে এঙ্গেলস্‌ আরও সমৃদ্ধ করেন। মার্কসকে তিনি এক চিঠিতে লেখেন ''আমি পর্বত-প্রমাণ বই পুঁথি ও ইংল্যান্ডের খবরের কাগজ নিয়ে লিখতে বসেছি।'' এই লেখাই পুস্তকাকারে ১৮৪৫ সালে বেরল, শিরোনাম, ''ইংল্যান্ডের শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা'' শ্রেণী শব্দটি প্রনিধানযোগ্য। এই বইতে, ইংল্যান্ডে তিনি যা দেখেছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এঙ্গেলস্‌ দিয়েছেন। কারখানার অবস্থা, যন্ত্রের ব্যবহার, শ্রমিকের দারিদ্র, তাঁদের স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষার ব্যাপারে পুঁজিপতিদের চরম অবহেলা, টাইফাস মহামারির প্রকোপে মৃত্যু, নারী ও শিশুর জীবন ও দুর্দশা, আইন-শৃঙ্খলার অরাজক পরিস্থিতি—খুন, চুরি-ডাকাতি, বাদমায়েশি, মাতলামি, মদ্যাসক্তি, পতিতাবৃত্তি সহ নানান অপরাধের আখড়া ছিল এই শ্রমিক বস্তি-অঞ্চল। এ সবের বর্ণনা চার্লস ডিকেন্সের লেখায় পাবেন, আর পাবেন রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' পড়লে। এইভাবেই বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের প্রক্রিয়া এঙ্গেলসের শুরু হয় এবং তাকে তিনি আয়ত্ত করেন, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে। এই বই জুড়ে আছে, ফিল্ড ওয়ার্কের সঙ্গে পরিসংখ্যানের ব্যবহার, যার প্রশংসা মার্কস করে গেছেন। এই বইতে আরো একটি জিনিস পাবেন, তা হল এঙ্গেলসের নিজের হাতে আঁকা কিছু ছবি।

লেনিনের মতে, ইংল্যান্ডে আসার আগে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এঙ্গেলসের আগ্রহ ছিল অস্পষ্ট, তারপরই তিনি ধাপে ধাপে এগোতে থাকেন। পুলিশ ও গুপ্তচরদের এড়িয়ে তিনি প্রুশিয়ার নানান জায়গায় বক্তৃতা দেন। ১৮৪৫ সালে ব্রুসেলসে তাঁর সঙ্গে মার্কসের আবার যখন দেখা হল, এঙ্গেলস বলেন যে ততদিনে মার্কস বস্তুবাদের ভিত্তিতে মানব ইতিহাস ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভিত্তি প্রায় তৈরি করে ফেলেছেন। এরপর কয়েক বছর মার্কস ও এঙ্গেলস নানান তাত্ত্বিক বিতর্কে অংশ নেন, সাংগঠনিক বিষয়ে নেতৃত্ব দেন। এই সবই করতে হয় গোপনে, সরকারের চোখ এড়িয়ে। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও নানান সরকারের কাছে তাঁরা নির্যাতিত হয়ে চললেন বারবার। পুলিশি তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের সম্পাদিত কাগজ বাজেয়াপ্ত হতে লাগল।

অবশেষে ১৮৪৮ সালে ইউরোপের নানান অংশে শ্রমিক বিদ্রোহ ফেটে উঠল। এই সময়েই মার্কস ও এঙ্গেলস লিখেছিলেন সেই বিখ্যাত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' (ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮)। এই

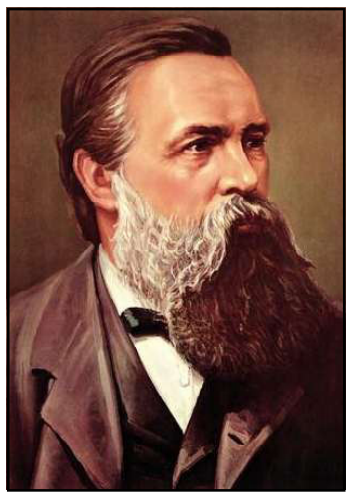

অভ্যুত্থান নানান জায়গায় সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়; বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধক্ষেত্রের নেতৃত্ব দেন এঙ্গেলস নিজে।

এই অভ্যুত্থান পরাজিত হল। কার্ল মার্কসকে বেলজিয়াম সরকার নির্বাসিত করল, ফ্রান্সও তাঁকে বসবাসের অনুমতি দিল না। কিন্তু সবচেয়ে বড় ধাক্কা হল এই, তাঁর নিজের দেশ প্রুশিয়া মার্কসের নাগরিকত্ব বাজেয়াপ্ত করে নিল। অবশেষে নাগরিকত্বহীন, কপর্দকহীন—দারিদ্রক্লিষ্ট কার্ল মার্কস ১৮৪৯ সালে ইংল্যান্ডে বসবাসের অনুমতি পেলেন। এঙ্গেলস ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে দর কষাকষি করে ওই ''এরমেন ও এঙ্গেলস'' কোম্পানির ম্যাঞ্চেস্টার আপিসে জুনিয়র কেরানি হিসাবে যোগ দিলেন। এই কোম্পানিতে ১৮৫১ থেকে ১৮৫৯ অবধি কাজ করার পর এঙ্গেলস স্বেচ্ছা অবসর নেন। সারা জীবন তাঁর আয়ের ও পেনশনের টাকা তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর নিজের পরিবার অর্থাৎ মেরি ব্রাউনের ও মার্কসের পরিবার ও অন্যান্য অনেক বিপ্লবীদের ভরণ-পোষণের কল্পে।

আবার ফেরা যাক সেই গোড়ায়। ইংল্যান্ডে তাঁর প্রথম প্রবাসকালে (১৮৪২-৪৪) এঙ্গেলস কি দেখেছিলেন? শ্রমিক জীবনের দুর্দশার পাশাপাশি তিনি দেখলেন কিভাবে পুঁজিপতির মুনাফা বৃদ্ধি হয়। এই পরিস্থিতির উৎপত্তি কিভাবে হল, সেটা বুঝতে এঙ্গেলস শিল্প-বিপ্লবের পূর্বেকার ইতিহাস অধ্যয়ন করে বলেন, এই রকম ''সেই সময়কার উদ্দামহীন জীবন মানবজীবনের উপযুক্ত ছিল না। ছিল, অন্যান্য দেশেরই মতো, ছিটিয়ে থাকা ক্ষুদ্র-কারিগরি সম্পন্ন ছোট শহর, এছাড়া সবাই কৃষিজীবী। কিন্তু আজ কোনো দেশই ইংল্যান্ডের সঙ্গে তুলনীয় নয়। তার রাজধানীর জনসংখ্যা হল ২৫ লক্ষ। এই শিল্পোদ্যোগের বিকাশে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয়টি হল, শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব।''

।। ২ ।।

যেটা এঙ্গেলসের নজর এড়ায়নি, সেটা হল এই যে আমূল পরিবর্তনের পিছনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক বিরাট ভূমিকা ছিল। প্রথমে, সুতো কাটার বেলায় চরকার সঙ্গে, ১৭৬৪-৬৫ সালে যুক্ত হল 'জেনি' যন্ত্র, যার দ্বারা ১৬ থেকে ১৮টি ববিন (bobbin, লাটাই) ও তকলিকে (spindle) একই সঙ্গে চালিয়ে সুতো কাটা সম্ভব হয়ে উঠল। চরকায়, একটা হাতে চাকা ঘোরাতে হয় আর অন্য হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে আলতো করে টেনে, তুলোর গোলা থেকে সুতোকে বার করতে হয় ও ক্রমে সেই সুতো ববিনে গুটিয়ে যাবে। কিন্তু এবার যখন 'জেনি'-র সাহায্যে ১৬ থেকে ১৮টি সুতোর গোলা থেকে (আমাদের তো আর রাবণের মতো কুড়িটা বা দুর্গার মতো দশটা হাত নেই) সুতো টেনে বার করা সম্ভব হয়ে উঠল, তখন একটা হাত চরকার চাকা চালাতে ব্যবহার করা হল, আর অন্য হাতটা খালিই রইল। সেই হাতটি পেল বিশ্রাম। পরে এই হাতটি দিয়ে চরকা চালানো হল, অন্যদিকে দেওয়া হল বিশ্রাম। অতএব সর্বক্ষণই চাকা চলল দ্রুত বেগে। এঙ্গেলস দেখলেন যে এইভাবে জেনির সঙ্গে মোকাবিলায় ছোট তাঁতি-জোলা সম্প্রদায় নিশ্চহ্ন হয়ে গেল। আগে এই জোলারাই কিছু সময়, অর্থাৎ পার্ট টাইম চাষ-বাষও করতেন। কিন্তু এই নতুন মেশিনের আক্রমণে তাঁরা হেরে গিয়ে কর্মহীন হয়ে পড়লেন। লেবার-টাইম বাঁচিয়ে তৈরি, এই সস্তা কাপড় একদিন বাংলায় পৌঁছল, তারপর বাংলার অদৃষ্টে যা ঘটল, তার আলোচনাও অনেকেই করেছেন।

যন্ত্রের এই 'আক্রমণ' এরপর বহুগুণ শক্তি নিয়ে এসে এই হস্ত-চালিত 'জেনি'কেও ধ্বংস করল। এবার আর হাতে চালানো যন্ত্র নয়, এল জেম্‌স্‌ ওয়াট নির্মিত। বাষ্পচালিত স্টিম ইঞ্জিন (steam engine)। বস্ত্রশিল্পে এই ইঞ্জিনই ঘোরাতে লাগল অসংখ্য তকলি। মানুষের শ্রম হয়ে গেল বহুলাংশে অপাংক্তেয়। তার ফল কি যে হল, সেটা এঙ্গেলস উদ্ধৃত ইংরাজি কবিতায় কয় লাইন থেকেই বোঝা যায়।

The Steam King

''There is a King, and a ruthless King,
Not a King of poet's dream.
But a tyrant fell, white slaves know so well,
And that ruthless king is steam.''

এতদিন ইংল্যান্ডের মানুষ কৃষ্ণাঙ্গদেরই ক্রীতদাস বলে জানত, কিন্তু আজ কিনা শ্বেতাঙ্গরাও এই অত্যাচারী স্টিম কিং-এর শাসনে ক্রীতদাসত্ব করেছে, আর এই tyrant অত্যাচারী, বার বার পিস্টন (piston) ফেলে তাদের বারি মারছে!

অতএব বহু মানুষের চোখে যন্ত্রই হয়ে দাঁড়াল যক্ষপুরীর রাজা। কিন্তু সেটাই কি পূর্ণ চিত্র? ওই বিষয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতি একটি অন্য বাখ্যাও দিল, ''একদিকে মেশিনকে আমরা পুঁজিপতিদের এই ক্রূর অত্যাচারের অতি শক্তিশালী অস্ত্র হিসাবে দেখতে পাই; কিন্তু অন্যদিকে যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই স্বতন্ত্র বাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারব, যার দ্বারা আমরা শ্রমিক সমাজকে এই বেতন-উৎপাদন (wages–production system) শৃঙ্খলের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হব।''

অতএব, যন্ত্র-বিনাশও নয় বা 'নমো যন্ত্র' বলে তার স্তুতিও নয়। এই শিল্পায়ন প্রক্রিয়া এঙ্গেলস খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত 'কমিউনিস্ট ইস্তাহার' যা মার্কস ও এঙ্গেলসের যুগ্ম প্রয়াসে রচিত হয়েছিল, তার একটি পরিচ্ছেদে দেখতে পাই—''বুর্জোয়া এই এক শতাব্দীরও কম শাসনকালে এমন এক উৎপাদন ক্ষমতার স্থাপনা করেছে, যা বহু শতাব্দী জুড়েও সম্ভব হয়নি। প্রকৃতিকে সে বশে এনেছে, যন্ত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছে, কারিগরী শিল্পোদ্যোগ ও কৃষিক্ষেত্রে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রয়োগ সাধন করেছে; করেছে নদীতে, পুরো জনসমাজকে যেন মন্ত্রবলে মাটি ভেদ করে বার করে এনেছে—যেখানে কিনা পূর্বতন শতাব্দীতে এই বিপুল উৎপাদন শক্তি (productive forces) সামাজিক শ্রমের (social labour) কোলে সুখনিদ্রায় ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিল?'' পড়ে দেখুন, এই বিশ্লেষণ এঙ্গেলসের ওই উপরোক্ত, ১৮৪৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে পাবেন।

পরবর্তীকালে এঙ্গেলস এই স্টিম ইঞ্জিনের উদ্ভাবনের ইতিহাস খুঁটিয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি বলেন যে, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া। প্রথম উদ্ভাবন হল ফ্রান্সে, পরে সেই জ্ঞান পৌঁছল জার্মানিতে ও তারপর ইংল্যান্ডে সে পূর্ণতা পেল। এঙ্গেলস দেখলেন যে এই উদ্ভাবন ছিল সম্পূর্ণভাবে কারিগরি উদ্ভাবনার দ্বারা তাড়িত ও তারই প্রয়োজনে বলবিদ্যা (mechanics) ও তাপবিদ্যার (heat and thermodynamics) মধ্যে এক বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক স্থাপিত করে। এই কাজ সম্পন্ন করতে এঙ্গেলসকে জোসেফ ফুরিয়র (Joseph Fourier) সাদি করনো (Sadi Carnot), রুডল্‌ফ্‌ ক্লাউসিয়স (Rudolf Claussius), হেরমান হেলম্‌হোল্‌টস্‌ (HerMann Helmholtz), জেমস্‌ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল (James Clerk Maxwell)—আদির বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের গবেষণাও অধ্যয়ন করতে হয় ও তাঁদের উদ্ধৃতিও তিনি দেন।

পুঁজিবাদের বিকাশের প্রক্রিয়া ও তার সমালোচনা (critique) উপস্থাপনা করতে মার্কস ও এঙ্গেলস্‌ নানা বিষয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা করেন ও নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেন। এঙ্গেলস্‌ নিলেন প্রকৃতি বিজ্ঞান (natural science), মার্কস নেন গণিতের ভার। ১৮৬০ ও ১৮৬৩ তে লেখা দুটি চিঠিতে তাঁর প্রিয় 'জেনারেল'-কে সম্বোধন করে মার্কস মোটামুটিভাবে বলেন, ''আপনি আর্টিকেল চেয়েছেন। সেটা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি Differential ও Integral calculus শিখতে ব্যস্ত ও ওই বিষয়ে পড়ার ও শেখার প্রচুর জিনিস জমে উঠেছে। আমার পরামর্শ, আপনিও এই বিষয়গুলি আয়ত্ত করেন। মিলিটারি বিষয়ে, আপনার অধ্যয়নে এই বিষয় দুটি অপরিহার্য। এই 'জেনারেল'-টি কে? সেই খটকা হয়তো লেগেছে। তাঁর কমরেডরা এঙ্গেলসকে 'জেনারেল' বলেই ডাকতেন। আগেই বলেছি, ১৮৪৮-৪৯-এ নানান অভ্যুত্থানে তিনি শ্রমিক দলগুলিকে মিলিটারি নেতৃত্ব দেন। তিনি নিজেও ছিলেন এক সুদক্ষ গানার (gunner) ও কমান্ডার। প্রুশিয়ার বাজেনের মিলিটারি সংঘর্ষে, অন্য সকলকে স্থানান্তরিত করার পর, তবেই এঙ্গেলস্‌ নিজে যুদ্ধেক্ষেত্র ছাড়েন। এই লড়াইয়ে পরাজয় হল ঠিকই তবে এঙ্গেলসের সঠিক স্ট্যাটেজির জন্য অনেকের প্রাণ রক্ষা পায় ও আহতদের বাঁচানো সম্ভব হয়।

ইউরোপে এই অভ্যুত্থানের প্রায় দশ বছর পর ১৮৫৭-তে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের (ইংরেজরা বলে 'সিপাহী বিদ্রোহ', রণাঙ্গনের বিশ্লেষণ এঙ্গেলস করে গেছেন। বিশেষ করে লক্ষ্ণৌর রণক্ষেত্রের আলোচনা পড়ে দেখুন, মনে হবে যেন প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট, নাকি সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি! সামরিক বিষয়ে calculus-এর ব্যবহার প্রথম হয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, যা আজ Lanchester Differential Model নামে খ্যাত ও এরপর বহু মডেল তৈরি হয়েছে যাদের বলা হয়, Differential Combat Models. এই সবই হয় মার্কস ও এঙ্গেলসের মৃত্যুর কয়েক দশক পরে। উপরে মার্কসের চিঠি দেখে বোঝা যায় যে বিজ্ঞানের নানান শাখার তাৎপর্য তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন ও পথ-নির্ঘন্টের আভাসও কিছুটা পেয়েছিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সৌজন্যে : 'আরেক রকম'

রেলহকার বিক্ষোভ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৯ জুলাই : রেল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে কালনা রেল স্টেশনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন রেল হকাররা। সিআইটিইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রেল হকার ইউনিয়নের উদ্যোগে এই সমাবেশে ভাষণ দেন এই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন বাম সংগঠনের প্রতিনিধিরা। বক্তব্য রাখেন সুব্রত দেবনাথ, কমলাক্ষ সরকার, অজয় দাস, সুবল দাস, শতদ্রু ব্যানার্জি, স্বপন ব্যানার্জি, সঞ্জিত মুখার্জি প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন পাঁচু মহন্ত। রেল হকার ও রেলের জায়গায় বসবাসকারীদের পুনর্বাসন ছাড়া কোনভাবেই উচ্ছেদ করা যাবে না।

হকারদের একটি প্রতিনিধি দল দাবিপত্র সম্বলিত স্মারকলিপি অম্বিকা কালনা স্টেশন মাস্টার মারফত হাওড়া ডিআরএমকে পাঠান। এই বিক্ষোভ সমাবেশ দুই ঘন্টা ধরে চলে। সমাবেশের শুরুতেই এন.আই.এ হেফাজতে খুন হওয়া স্ট্যান স্বামীকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

সাঁকো গ্রামে ধর্ষিতা পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন মহিলা সমিতির নেত্রীরা। ছিলেন সর্বভারতীয় নেত্রী অঞ্জু কর, সুপর্ণা ব্যানার্জী, মণিমালা দাস, পুষ্প দে, কেকা কাজী, পুতুল সেখ প্রমুখ। তাঁরা কোভিড বিধি মেনে গলসী থানায় দোষীদের শাস্তির দাবিতে একটি প্রতিনিধিমূলক ডেপুটেশনও দেন।

শিক্ষক নেতাকে স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ জুলাই : প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে আজ স্মরণ করা হয় শিক্ষক নেতা প্রয়াত নিশীথরঞ্জন কুমারকে। এবিপিটিএ-র কালনা জোনাল কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভায় স্মৃতিচারণা করেন তাঁর সহযোদ্ধা বীরেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বুকে প্রথম প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য 'কালনা সাউথ সার্কেল প্রাইমারি টিচার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা আজও সুনামের সঙ্গে চলেছে। যেখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা স্বল্প সুদে তার প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি ৭ জুলাই ২০০৩ প্রয়াত হন। সেই থেকেই প্রতিবছর ৭ জুলাই রক্তদান শিবির সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করা হয়। এবছর করোনা পরিস্থিতিতে রক্তদান শিবির একটু পিছিয়ে ২৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ জুলাই : সিপিআই(এম)-এর কালনা-২ এরিয়া কমিটি এলাকার প্রাক্তন সিপিআই(এম) সদস্য গোপাল সিং (৭১)-এর জীবনাবসান হয়েছে। তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। খবর পেয়ে বাড়িতে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন বহু সিপিআই(এম) নেতা কর্মী ও অনুরাগীরা। তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান মোহাম্মদ আলী, সুধীর ঘটক, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত প্রমুখ। এদিন কালনা শ্মশান ঘাটে তার শেষকৃত্য হয়। তাঁর দুই পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান।

সিপিআই(এম) দরদীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ জুলাই : ঘুমন্ত অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনাবসান হয়েছে সিপিআই(এম) দরদী অমল বিশ্বাসের (৬৫)। বাড়িতে অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে এসে শেষ শ্রদ্ধা জানান সিপিআই(এম) নেতা-কর্মীরা, ছিলেন মোহাম্মদ শাহ, গৌতম হালদার, গৌতম দাস, কমল রায়, জয়ন্ত বিশ্বাস প্রমুখ। কালনা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য হয়। তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে এবং দুই কন্যা বর্তমান।

প্রান্তজন—আত্মজন (১২)

রত্না রশীদ

রোজকার মতো সকাল হলো ঠিক সাড়ে পাঁচটায়। ঘুম ভেঙে উঠে বাপিকে দেখে মনে হলো কেমন যেন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে, আবার যখন ইচ্ছে চলে যাবে।

একটু বেলা গড়াতেই বাড়িতে প্রতিবেশী কাকু-জ্যেঠুদের ভিড় জমতে লাগল, দরজা বন্ধ আলোচনা। সেদিন রবিবার, আমরা নমো নমো করে বইমুখো হয়ে মার ছুট খেলার মাঠে। সকাল বিকেল দুবেলা খেলতাম আমরা।

বহুদিন ধরেই পাড়াতে বড়োদের আলোচনায় শুধু একটা কথাই শুনতাম, ...কী আক্কাড়ার বাজার পড়লো রে বাবা! সংসার চলবে কী করে? লোকো কলোনীর বেশিরভাগ বাড়িই নিম্ন-নিম্নতর অর্থনৈতিক অঞ্চলের বসবাসী, আমাদের বাড়িও তাই। তবে এর মধ্যেই দেখেছি, কেউ কেউ কেমন যেন অন্যরকম চাকচিক্যে থাকতো। তারা আমাদের সঙ্গে খুব একটা মিশতো না। লোকজন বলা বলি করতো, ওরা নাকি ঘুষ খায়, আরো কতোকি!

খেলেধুলে বেলা এগারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখি আমাদের বারদুয়োরের সামনে ছোটখাটো মেলা বসে গেছে। চেনা-অচেনা অনেক মানুষ থলে করে চাল নিয়ে যাচ্ছে, পাশের বাড়ির কাকু সবাইকে লাইন ধরে মেপে মেপে দিচ্ছে। ওদের মধ্যেই কেউ কেউ বলছিল, বেশ ক'দিন পর দুটি ভাত খেয়ে বাঁচবো। কেউ কেউ বলছিলো, ব্যানার্জী... ব্যানার্জীবাবুর বাড়িতে এক ব...স্তা চাল ছিল!

ওরা কেউ জানতো না গত পরশু দিনই মা গয়না বন্ধক দিয়ে এক বস্তা চাল কিনে রেখেছিল। খুব জোর কেজি দুয়েক খাওয়া হয়েছে। মায়ের একটা বাতিক ছিল, যাহোক করে চাল তুলে রাখা, সন্তানদের দুটি ফ্যানাভাত ফুটিয়ে দেবে। তখন নাকি রেশনে অনেকদিন চাল আসছিল না, খালি গম আসছিল। তো বাঙালি রুটি খেয়ে কী করে বাঁচবে? কলোনী জুড়ে অন্ন-হাহাকার। বাজারে চালের আকাল। মা মামাবাড়ি থেকে মামাদের পরিচিত কারো কাছ থেকে কিনিয়ে এনেছিল। আমরা পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি মা এককোণে বসে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অবাক দৃশ্য। আমার অমন সাহসী মায়ের চোখে তো কখনো জল দেখিনি। মাও বুঝি কাঁদে। দিদা আমাদের ভাই বোনেদের আড়ালে সরিয়ে নিয়ে গেল—এখন মায়ের কাছে যাস না, ওকে একটু কাঁদতে দে।

এগারোটার প্রায় দুপুরে বাড়িতে রান্নাবান্নার পাট নেই, নেভা উনুন উঠোনের একপাশে জিরেন খাচ্ছে। আমরা ভাইবোনে পেটভর্তি খিদে নিয়ে চেঁচামেচিও করতে পারছি না, মা কাঁদছে দিদা বললো—যা চান করে আয়। এক এক করে স্নান সেরে এসে দেখি, বাইরের চাল বিতরণ শেষ। বাপিও স্নান সেরে এসে আমাদের সঙ্গে খেতে বসলো।

ঢেঁকি ছাঁটা গোলাপি গোলাপি মোটা চিঁড়ের সঙ্গে গুড় দিয়ে মাখা। দুধ ছিল না বাড়িতে। তাও কী যে সুন্দর খেতে! বাপি খেতে খেতে আমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলো। মজার মজার গল্প। টুকরো টাকরা গল্প। আমরা খেতে খেতেই হেসে গড়াগড়ি। একসময় বাপি বললো—বলতো ভাত ইংরিজি কি?

অমনি টুক করে বলে দিলাম—রাইস।

...তাহলে ধান ইংরিজি কি?

—প্যাডি।

—এবার বল চাল ইংরিজি কি?

—রাইস।

—ঠিক করে বল।

আমার পরের ভাই খানিকক্ষণ মাথা চুলকে কীসব ভেবে নিয়ে বললো—বাপি, চাল ইংরিজি হলো আনকুকড্ রাইস।

—বাহ্! তাহলে চিঁড়ে ইংরিজি কি?

—প্রসেসড্ রাইস।

—তার মানে ভাতই যত্ন করে চিঁড়ে করা হয়েছে। রাইস, আর প্রসেসড্ রাইস। ভাতের থেকেও বেশি মূল্যবান জিনিস। আর দেখ্, উনুন জ্বালাতে হয় না, ধোঁয়া গিলতে হয় না, সময় নষ্ট হয় না, ভেজাও আর খাও।

—হ্যাঁ বাপি, দিদা গল্প বলেছে। এক বামুন যাচ্ছিল তীর্থ করতে। তো গামছায় চিঁড়ে গুড় বেঁধে নিয়ে গেছে। আরেক বামুন তার সঙ্গী ছিল। সে তার পুঁটুলিতে করে চাল ডাল তেলে মশলা সব্জির সিধে বেঁধে নিয়ে গেছে। খুব ভারি বোঝাটা। আবার খিদে পেলে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ইঁট পেতে রান্না করে খেতে হয়। তখন চালাক বামুন বললো—তুই খুব বোকা তো। এই দেখ আমি কেমন খিদে পাবার সঙ্গে সঙ্গে খেতে পাই। —বলেই গামছার খুঁটে চিঁড়ে বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে গুড় মেখে খেতে লাগল। অন্য বামুনের তো খুব খিদে পেয়েছে, সেও খানি ভাগ নিলো। তারপর একে অপরের পুটলি পাল্টাপাল্টি করে নিলো।....

বাপি চুপ। অনেকক্ষণ পরে বাপি বললো, শোন আজ থেকে আমরা, এই কয়েকটা দিন, একটু চিঁড়ে, মুড়ি, আটার রুটি এসব খেয়ে থাকবো, কেমন সোনা? চাল বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না তো, পেলেও অনেক দাম দিতে হবে। অতো টাকা আমাদের তো নেই। তবু তো না খেয়ে থাকবো না বল!

কী জানি কী মনে হলো আমাদের। আমরা একসঙ্গে আনন্দে বলে উঠলাম, —হ্যাঁ বাপি, তাই ভালো। মা রোজ রোজ কষ্ট করে ভাত রান্না করে কেন কে জানে! আমরা বরং মাঝে মাঝে দিদার করা ব্রতের মতো ব্রত করবো রোজ রোজ বলো!

শুরু হলো ব্রাত্যজনের ব্রতপালন। সে যাত্রায় একটানা দেড়মাস ব্রতপালন করেছিলাম আমরা। আর ওই ছোটো বয়সেই জেনেছিলাম, ঘরে চাল মজুত থাকলেও কিছু অন্নভোগ জোটে না, এবং সেটা মোটেই কষ্টকর কিছু আদৌ নয়। (চলবে)

নাম/পদবী পরিবর্তন

☐ আমি জ্যোৎস্না রায় পিতা তরুণ রায় তেজগঞ্জ হারাধন পল্লী পোঃ নতুনগঞ্জ জেলা পূর্ব বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ব বর্ধমানের নিকট ২ জুলাই ২০২১ তারিখে এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম জ্যোৎস্না রায় পিতা তরুণ রায় যা আমার আধার কার্ড, এল.আই.সি পলিসি নং 838701093417 তে উল্লেখিত আছে। বিবাহপরবর্তী আমার পরিচয় জ্যোৎস্না রায় ওরাঙ্গ স্বামী বলরাম ওরাঙ্গ হয়। জ্যোৎস্না রায় পিতা তরুণ রায় ও জ্যোৎস্না রায় ওরাঙ্গ স্বামী বলরাম ওরাঙ্গ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

কো-অর্ডিনেশন কমিটির রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী সমিতি সমূহের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার আহ্বানে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পারবীরহাটার কর্মচারী ভবনে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পূর্ব বর্ধমান জেলা শাখার সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন প্রণব আইচ, কিশোর মল্লিক প্রমুখ। ১০ জন মহিলা সহ ৬০ জন রক্তদান করেন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্ত সংগ্রহ করেছে।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

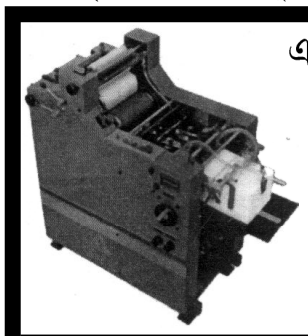

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৯৪৩৪২৫১৫৮৬। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪। মূল্য : ২ টাকা